হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ
ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ
يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴾

নং: ১৪৩৬-০১/০১ **মঙ্গলবার, ২৫ মহররম, ১৪৩৬ হিজরী** **১৮-১১-২০১৪ ইং**

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ হাইকমিশনারস্ সামিট-২০১৪: ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে সরকারের আরেকটি প্রতারণাপূর্ণ উদ্যোগ

ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী "প্রথম ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ হাইকমিশনারস্ সামিট ২০১৪" গত ১৪ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা সহায়তা জোরদার করার তাগিদে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ঢাকা এবং নয়া দিল্লীতে দায়িত্ব পালনকারী ডজন খানিক সাবেক কূটনীতিকের উপস্থিতিতে ৯ দফা "ঢাকা ঘোষণা" গ্রহন করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, জনমতকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার নিমিত্তেই এই প্রহসনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশী জনগণের মাঝে প্রবল ভারত বিদ্বেষী মনোভাব সম্পর্কে ভারত ভালমতোই অবগত। তাই নিজের ভাবমূর্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে সে তার দালাল হাসিনা সরকারের মাধ্যমে এই সম্মেলনের বন্দোবস্ত করেছে। একথা কারো কাছে অজানা নয় যে, এই অঞ্চলে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হল ভারত যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে আমাদের শ্বাসরোধ করার প্রচেষ্ঠায় সার্বক্ষণিক ব্যস্ত রয়েছে। তা সত্ত্বেও উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বক্তারা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে বন্ধুত্বপূর্ণ বলে দাবী করেছে, অথচ বিগত ৪২ বছর যাবত বাংলাদেশকে ভারত নিজেদের শিকার হিসেবেই দেখে আসছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) হাজারের ওপর নিরস্ত্র ও নিরীহ গ্রামবাসীকে খুন করেছে। ধর্ষণ, অত্যাচার এবং অমানবিকভাবে জেলে প্রেরণ করার ঘটনাও বলে শেষ করা যাবে না। উপরন্তু, এই তথাকথিত "বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র" বাংলাদেশের সীমান্ত জুড়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ কাঁটাতারের বেঁড়া (৩৩২৬ কি.মি.) নির্মাণ প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে। ভারত বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি গেল অর্থ বছরে রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে (৫.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং ভারত সরকারের রক্ষণশীল বাণিজ্য নীতির কারণেই সে দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জনগণের সর্বনাশ করা ভারতের উদ্দেশ্য নয়, বরং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চিরতরে পঙ্গু করবার লক্ষ্যে সে পিলখানা হত্যাকান্ড সংগঠিত করেছিল।

ভারতের এসকল দুষ্কর্মের পরও শেখ হাসিনা তার প্রভুর মর্জি বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট। তাই এরূপ প্রতারণাপূর্ণ সম্মেলন আয়োজন করা থেকে শুরু করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ-কে এদেশে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। আমরা ভাল করেই জানি ভারতীয় গোয়েন্দাদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের এই নিরাপত্তা সহযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হল 'জঙ্গি' দমনের নাম করে এই অঞ্চলে ইসলামের অনিবার্য পুনরুত্থানকে ঠেকানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশের মুসলিমদের নিষ্ঠার সাথে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যেতে আহবান করছে। একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই সক্ষম এই মুশরিক দেশ ভারতের সকল জুলুমের অবসান ঘটাতে এবং ভারতকে ইসলামী ভূমির অংশ হিসাবে পুনরুদ্ধার করতে। সাউবান থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ

> **"আমার উম্মতের দুটি অংশকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেনঃ একটি অংশ হল যারা ভারত বিজয় করবে এবং অন্যটি হল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম এর সাথে অবস্থান করবে" [আহমাদ, নাসাঈ]**

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

https://www.facebook.com/PeoplesDemandBD2

Hizb ut Tahrir/Wilayah Bangladesh Official Website: ht-bangladesh.info
Mobile: +8801798367640 **Skype: htmedia.bd**
E-Mail: htmedia.bd@outlook.com; contact@ht-bangladesh.info

Hizb ut Tahrir Official Website
www.hizb-ut-tahrir.org
Hizb ut Tahrir Media Website
www.hizb-ut-tahrir.info